**হাম-রুবেলা ও পোলিও টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

গণভবন, ঢাকা, রবিবার, ১৩ মাঘ ১৪২০, ২৬ জানুয়ারি ২০১৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

হাম-রুবেলা ও পোলিও টিকাদান ক্যাম্পেইন-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ থেকে হাম দূরীকরণ, রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণ ও পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখা কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আমি বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালের মধ্যে হাম ও রুবেলার টিকার হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীত করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে শিশুদের হাম দূরীকরণ অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে এবং রুবেলা রোগের হার ২০১০ সালের তুলনায় শতকরা ৯০ ভাগে কমিয়ে আনা যাবে।

এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত তিন সপ্তাহব্যাপী এমআর ক্যাম্পেইন পালিত হচ্ছে। এই ক্যাম্পেইনের আওতায় প্রথম সপ্তাহে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের নীচের সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে ০১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এমআর টিকা দেওয়া হবে। একই সাথে ৫ বছরের নীচে সকল শিশুকে ২ ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

ইতোমধ্যে ২১টি জাতীয় টিকা দিবস পালন করে আমরা বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত করেছি। ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বর সর্বশেষ পোলিও রোগী সনাক্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত দেশে আর কোন পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ থেকে হাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণ করে এবং শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনতে আমার সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

সুধি,

আজকের শিশু আমাদের ভবিষ্যত। তাদের জন্য একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে আমরা জনগণের রায় নিয়ে পুণরায় সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

শিশুমৃত্যুর হার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নামিয়ে আনা অর্থাৎ ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি-৪ অর্জনে আমার সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ইপিআই কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ‘‘এমআর'' টিকা এবং হামের টিকার দ্বিতীয় ডোজ চালু করা হয়েছে।

খুব শিগগিরই আমরা আরও কয়েকটি মারাত্মক রোগ প্রতিরোধক টিকা চালু করতে যাচ্ছি। যেমন: শিশুর নিউমোনিয়া রোগজনিত মৃত্যুহার কমানোর জন্য নিউমোনিয়ার টিকা ইপিআই কর্মসূচিতে অন্তর্ভক্তির পর্যন্ত ইতোমধ্যেই আমরা গ্রহণ করেছি।

শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর সাথে সাথে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে ৬ মাস বয়স থেকে শিশুদের ভিটামিন ‘এ' ক্যাপসুল খাওয়ানোর কর্মসূচি অব্যাহত আছে।

মাঠ পর্যায়ে টিকাদান কর্মীর অভাব দূর করার জন্য গত ৫ বছরে ৬ হাজার ৩৫১ জন স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দিয়েছি। যারফলে শিশুর টিকা প্রাপ্তির হার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে কমেছে শিশুমৃত্যুর হার।

বাংলাদেশের এই সাফল্য শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশগুলোর জন্যই ঈর্ষণীয় নয়; এ সাফল্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিও পেয়েছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য আমরা জাতিসংঘের এমডিজি-৪ এবং স্বাস্থসেবা খাতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বীকৃতি হিসেবে সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি। ২০০৯ এবং ২০১২ সালে বাংলাদেশ টিকাদান কর্মসূচিতে অনন্য সাফল্য অর্জনের জন্য GAVI অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি।

আমি জনগণের পক্ষ থেকে GAVI কে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের প্রায় ৫ কোটি ২০ লাখ শিশুকে এমআর টিকা প্রদানের সার্বিক সহযোগিতার জন্য।

আমি আরও ধন্যবাদ জানাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, লায়নস ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল, রোটারি ইন্টারন্যাশনালসহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থা যারা আমাদের এই টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা ইতোমধ্যে প্রায় ১৩ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। আপনারা জানেন, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা এই কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন শুরু করেছিলাম। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমরা গত ৫ বছরে ৬ হাজার ৫৯২ চিকিৎসক, ৫ হাজার ৮৪৭ নার্স নিয়োগ করেছি। কম্যুনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য ১২ হাজার ৭০০ কম্যুনিটি হেল্থ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নুতন নিয়োগকৃত ৬ হাজার ৫০০ চিকিৎসক যোগদানের অপেক্ষায় আছেন।

মেডিকেল কলেজের জন্য ১ হাজার ৭৮৬ টি শিক্ষকের এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ২ হাজার ৫৪৬টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। নার্সদের পদমর্যদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

আমরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দু'শোর বেশি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। আরও প্রায় ১০০টিতে শয্যা বাড়ানোর কাজ চলছে। ১৮টি জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন আমরা দিয়েছি।

ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে টেলি-মেডিসিন সুবিধা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ৩ হাজার ৭৮০টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সকল হাসপাতালে ওয়েব ক্যামেরা ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪-ঘণ্টা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মা, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবার পরিধি বহুগুণে বাড়িয়েছি। ৯৭টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, ৩ হাজার ৯০০টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩০ হাজার স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে এ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

আমি অভিভাবকদের আহবান জানাব আপনারা ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের প্রতিটি শিশুকে তিন সপ্তাহব্যাপি এই ক্যাম্পেইনে এমআর টিকা এবং ৫ বছরের নীচের শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ান। এ কর্মসূচি সফল করতে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

আসুন আমরা হাম ও রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করি এবং পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখার যে সফলতা অর্জন করেছি সেটা ধরে রাখার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এমআর টিকাদান ক্যাম্পেইনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---